ফেডারেশন বার্তা

"নিখিল ভারত বাঙালি বৌদ্ধ সংগঠন"-এর ত্রৈমাসিক মুখপত্র

(A Quarterly Bulletin of "All India Federation of Bengali Buddhists")

বর্ষ ১৩, সংখ্যা ৪৮ ❍ অপ্পমাদ অমতং পদং, পমাদো মচ্চুনো পদং ❍ Website : www.aifbb.org ❍ আগষ্ট : ২০২২/২৫৬৬—বুদ্ধাব্দ

আমাদের কথা

বাঙালী বৌদ্ধসমাজ—বর্তমান প্রেক্ষাপট

আজ, যখন এই প্রতিবেদনটি লিপিবদ্ধ করিতেছি, তখন বাংলা ক্যালেন্ডার মতে ৩১শে আষাঢ়, ১৪২৯ বঙ্গাব্দ এবং ইংরাজী মতে ১৫ই জুলাই, ২০২২। এইসময় কলিকাতা সহ সন্নিহিত অঞ্চল সমূহে পুরোদমে বর্ষার আগমন ঘটিয়াছে। কখনো বর্ষার রিমিঝিমি ধ্বনি সহযোগে আমাদের নিদ্রাভঙ্গ হইতেছে, কখনোবা দৈনন্দিন কার্যকলাপের মধ্যপথেই অঝোর ধারায় বারিধারা ঝরিয়া পরিতেছে। এমন অবস্থায় কবিগুরুর গানের কলি মনের মধ্যে গুনগুনাইয়া উঠিতেছে "ঝর ঝর বরিষে বারি ধারা"। ইহার মধ্যেই আমাদের দৈনন্দিন কার্যকলাপ অবিরাম বহিয়া চলিতেছে। সেইসব ঘটনা প্রবাহের কোনোটি আনন্দদায়ক আবার কোনোটিবা বেদনাদায়ক। যেমন বিগত ৪ঠা জুলাই আমাদের পঞ্চম সঙ্ঘরাজ ড. কে. সঙ্ঘরক্ষিত মহাস্থবির মহোদয় আমাদের ছাড়িয়া অনন্তলোকে যাত্রা করিলেন। তিনি হয়তোবা ইহলোকের কর্মকান্ড সমাপনান্তে নতুন কর্মরাজি শুরু করিবার প্রেরণা লাভ করিয়াছিলেন, তাই তিনি যাত্রা করিয়াছেন তাঁহার নূতন কর্ম সমাপনের উদ্দেশ্যে। আমরা এখানে, তাহার গুনমুগ্ধ উপাসক-উপাসিকাবৃন্দ, ব্যথিত হৃদয়ে তাঁহাকে সশ্রদ্ধ বন্দনা নিবেদন করিলাম।

বিগত বৎসরে এই সময়ে (অর্থাৎ ৪ঠা মে, ২০২১ তারিখে) আমরা হারিয়েছি আমাদের চতুর্থ সঙ্ঘরাজ ড. সত্যপাল মহাস্থবিরকে। তাঁহার বিদায় বেদনা মলিন হইবার পূর্বেই পঞ্চম সঙ্ঘরাজের এহেন মহাপ্রয়ান অকস্মাৎ আমাদের বেদনা বিধুর করিয়া তুলিয়াছে। আমরা পশ্চাৎপানে দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া আমাদের সঙ্ঘরাজ তালিকা পানে অবলোকন করিলাম। দেখিলাম সেই তালিকায় প্রথমে বিরাজ করিতেছেন পন্ডিত ধর্মাধার মহাস্থবিরের ন্যায় এক উজ্জ্বল প্রাজ্ঞ ভিক্ষু। পরবর্তীতে ক্রমান্বয়ে আছে প্রজ্ঞাজ্যোতি মহাস্থবির, রাষ্ট্রপাল মহাস্থবির, সত্যপাল মহাস্থবির এবং সঙ্ঘরক্ষিত মহাস্থবির প্রমুখ ভিক্ষুকুল। গর্বে আমাদের বক্ষ স্ফীত হইয়া উঠিল, শ্রদ্ধায় আমাদের মস্তক নত হইয়া পরিল। আমরা আত্মশ্লাঘা অনুভব করিলাম পরমুহূর্তে ভবিষ্যৎ প্রজন্মের পানে অবলোকন করিয়া আমাদের মন ম্রিয়মান হইয়া পরিল। আমরা ইহা কি দেখিতেছি? দেখিতেছি ভিক্ষুতে ভিক্ষুতে এত মতভেদ! এই শীলবান, প্রজ্ঞাবান ভিক্ষুগণের অনুগামী হইয়া তাহাদের এ কী আচরণ! তাহাদের মধ্যে নীতি জ্ঞানের অভাব, প্রজ্ঞার অভাব, বোধ-বুদ্ধির অভাব আমাদের হতবাক করিতেছে।

আমরা সংঘরাজ হিসেবে ধর্মাধার মহাস্থবিরকে দেখিয়াছি, প্রজ্ঞাজ্যোতি মহাস্থবিরকেও দেখিয়াছি, রাষ্ট্রপাল মহাস্থবির এবং সত্যপাল মহাস্থবিরকেও

দ্বিতীয় পৃষ্ঠায় দেখুন

শোকাঞ্জলি

ভারতীয় সংঘরাজ ভিক্ষু মহাসভা'র মহামান্য পঞ্চম সংঘরাজ পূজণীয় ড. সংঘরক্ষিত মহাস্থবির মহোদয় বিগত ৪ঠা জুলাই ২০২২ পরলোক গমন করেন।

All India Federation of Bengali Buddhists-এর সকল সদস্যবৃন্দের পক্ষ থেকে প্রয়াত সংঘরাজের প্রতি আমাদের বিনম্র শ্রদ্ধাঞ্জলি নিবেদন করি।

বিদর্শন শিক্ষা কেন্দ্রের প্রতিষ্ঠা দিবস এবং সঙ্ঘরাজ প্রজ্ঞাজ্যোতি মহাস্থবিরের জন্মজয়ন্তী উদ্‌যাপন

বিগত ১০ই এপ্রিল ২০২২ মধ্যকলকাতাস্থ 'বিদর্শন শিক্ষা কেন্দ্র'এর ৩৭ তম প্রতিষ্ঠা দিবস তথা কেন্দ্রের প্রতিষ্ঠাতা সঙ্ঘরাজ প্রজ্ঞাজ্যোতি মহাস্থবির মহোদয়ের ১০৪তম জন্ম জয়ন্তী যথাযথ মর্যাদা সহকারে উদ্‌যাপিত হল। এই উপলক্ষ্যে উক্ত দিনে মহাস্থবিরের প্রতিকৃতিতে পুষ্প প্রদান, স্মৃতি সভা এবং সংঘদান সভা আয়োজিত হয়। কেন্দ্রের অধ্যক্ষ শ্রীমৎ বুদ্ধরক্ষিত মহাস্থবিরের উপাধ্যায়ত্বে এবছর ১১ জন কুলপুত্র প্রব্রজ্যা ধর্মে দীক্ষিত হন ৯ই এপ্রিলের সায়াহ্নে এবং তাঁদের শ্রামন্য ধর্মে অভিবাদন জানানো হয় "বোধিপল্লব" সংস্থার সদস্যবৃন্দের বুদ্ধকীর্তন পরিবেশনার মাধ্যমে। ১০ তারিখ অপরাহ্নে বেহালা শীল পাড়াস্থ IBMC-র সীমা ঘরে উপসম্পদা প্রাপ্ত হলেন শ্রীমৎ বুদ্ধরক্ষিত মহাস্থবিরের দুই শিষ্য শ্রীমৎ বিনয়রক্ষিত ভিক্ষু এবং শ্রীমৎ প্রজ্ঞারক্ষিত ভিক্ষু। উপসম্পদা অনুষ্ঠান সম্পাদন করেন উপ-সংঘরাজ শ্রীমৎ দিকপাল মহাস্থবির, শ্রীমৎ জ্ঞানলঙ্কার মহাস্থবির, শ্রীমৎ (ড.) কচ্চায়ন মহাস্থবির, মায়ানমারের পাঞ্ঞাসিহা মহাস্থবির, শ্রীমৎ বুদ্ধরক্ষিত মহাস্থবির প্রমুখ। ১৩ই এপ্রিল আয়োজিত হয় একদিনব্যাপী "আনাপানানু স্মৃতি" ভাবনা। শিবিরে ৩২জন ধ্যানার্থী অংশ গ্রহণ করেন। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য যে আধ্যাত্মিকতা ও বৈদগ্ধ্যের মেলবন্ধনে 'বুদ্ধচর্চার আদর্শ কেন্দ্র রূপে' "বিদর্শন শিক্ষা কেন্দ্র" উজ্জ্বল স্বাক্ষর বহন করে চলেছে। সমগ্র অনুষ্ঠানটি ১২ই এপ্রিল 'প্রতিদিন' সংবাদপত্রে 'বৌদ্ধিক' শিরোনামে প্রকাশিত হয়।

আমাদের কথা ১ম পাতার পর

দেখিয়াছি এবং পরিশেষে সঙ্ঘরক্ষিত মহাস্থবিরকেও দেখিয়াছি। তাঁহারা প্রত্যেকেই সাধারণ মানুষদিগকে মুগ্ধ করিবার এক আলৌকিক ক্ষমতার অধিকারী ছিলেন। রাষ্ট্রপাল মহাথেরো তন্মধ্যে একজন কিংবদন্তী পুরুষ হইয়া উঠিয়াছিলেন। তাহার ধর্মদেশনা শ্রবণ করিয়া শিশু হইতে বৃদ্ধ সকলেই ব্যক্তিগত ভাবে তাঁহার একান্ত অনুগত হইয়া উঠিত। অথচ ভাগ্যের কি পরিহাস তাহার মতো ভিক্ষুর সহিতও তৎঅনুগামী ভিক্ষুদের শত্রুতা হয়, তাহাকেও আদালতের কাঠগড়ায় দাঁড়াইতে হয়! যে সমস্ত ভিক্ষুবৃন্দ সমবেত ভাবে তাহাকে পরিত্যাগ করিয়া, নিজেরা সঙ্ঘভেদ করিয়া, নূতন সঙ্ঘ গঠন করিল, আমরা অনুভব করিলাম হয়তবা ভালোই হইল মতভেদ লইয়া একসাথে একই দলভুক্ত থাকিবার কোন অর্থ হয়না। তোমরা তোমাদের মতন থাকো আর আমরা থাকি আমাদের মতন। একবস্তা আলুর মধ্যে একটি পঁচা আলু থাকিলেও পুরো বস্তা ভালো আলু দুষিত হইয়া যায়।

একটা বিষয়ে আমাদের ধারণা স্পষ্ট হইল। আমরা বুঝিতে পারিলাম যে বুদ্ধ ধর্মের স্বরূপ কি এই বিষয়ে আমাদের অনেকেরই মনে কোন স্পষ্ট ধারণা নাই। সমকালীন অন্যান্য ধর্মমতের ন্যায় বৌদ্ধদেরও নিয়মের শাসনে কখনো বাঁধিয়া ফেলা হয়নাই। বুদ্ধ এই ধর্মের প্রবর্তন করিয়াছেন এমন কথা বলা হইলেও বৌদ্ধদের আচরণ বিধি তিনি কখনো লিপিবদ্ধ করিয়া যান নাই। মূলত বিভিন্ন ধর্মসভায় ধর্ম কি তাহা তিনি ব্যাখ্যা করিয়াছেন মাত্র। তাহার মতামত জ্ঞাত হইয়া মানুষ সেই মত চলিতে চেষ্টা করিয়াছেন। পঞ্চশীল পালনের কথা বলা হইয়াছে ইহার অর্থ ইহাই নয় যে সকাল সন্ধ্যে দুইবেলা নিয়মনিষ্ঠ ভাবে পঞ্চশীল গ্রহন করিতে হইবে। পঞ্চশীল গ্রহণ করার অর্থ তাহা রক্ষা করাও বটে। পঞ্চশীল গ্রহণ করাটা শুধু মাত্র আনুষ্ঠানিকতায় পর্যবসিত হইলে তাহা অর্থহীন হইয়া পড়ে। বুদ্ধ দর্শনের উপলব্ধির এই তারতম্য আমরা উপলব্ধি করিয়াছি বুদ্ধগয়ায় একটি তাইওয়ানিজ অরফ্যানেজ পরিভ্রমণ করিতে গিয়া। বিদ্যালয়ে প্রবেশ করিয়াই দেখিয়াছি ছাত্র-ছাত্রীদিগকে একবার পঞ্চশীল গ্রহণ করিতে হয় এবং তাহাদের লক্ষ্য রাখিতে হয় পঞ্চশীল যেন ভগ্ন না হয়। পঞ্চশীল গ্রহণ সমগ্র ছাত্র জীবনের জন্য এবং তাহা রক্ষা করাও তাহাদের নৈতিক দায়িত্ব। অথচ আমারা দেখিতেছি বঙ্গীয় বৌদ্ধ সমাজে কোন ধর্মীয় সমাবেশ হইলেই আনুষ্ঠানের সূচনায় পঞ্চশীল গ্রহণ করা হয়। এবং বারংবার পঞ্চশীল গ্রহন করিবার এই রীতি পঞ্চশীলের প্রতি আমাদের দৃষ্টিভঙ্গীর দৃঢ়তার প্রতি দিকনির্দেশ করে। আমরা অনুভব করি কতখানি হাল্কা দৃষ্টিভঙ্গি আমাদের।

বুদ্ধ আবির্ভূত হইয়াছিলেন আজি হইতে আড়াই হাজার বৎসরেরও অধিক পূর্বে। এযাবৎ নৈরঞ্জনা নদী দিয়া বহু জল প্রবাহিত হইয়া গিয়াছে। একদা ভারতভূমি হইতে এই ধর্ম একেবারেই বিলুপ্ত হইয়া গিয়াছিল। বুদ্ধগয়ার মহাবোধি বিহারসহ ভারতবর্ষের মস্ত বৌদ্ধক্ষেত্রগুলি বিস্মৃতির অন্তরালে চলিয়া গিয়াছিল। বৌদ্ধ সম্প্রদায় বলিয়া কোন সম্প্রদায়ের অস্তিত্বই লোপ পাইয়াছিল। দীর্ঘকাল বিস্মৃতির আড়ালে থাকার পর ক্রমে এই ধর্মের পুনর্জাগরণ ঘটিয়াছে। ইতিহাসের আবরণ ভেদ করিয়া তাহাকে উন্মোচিত করিতে হইয়াছে। সে এক দীর্ঘ ইতিহাস। গৌতম বুদ্ধ প্রচারিত 'সদ্ধর্ম' আজ 'বৌদ্ধ ধর্ম' নামে পরিচিত লাভ করিয়াছে। কিন্তু সদ্ধর্মের সেই পুরাতন গৌরব কি আমরা আজ রক্ষা করিতে সক্ষম হইয়াছি? বৌদ্ধভিক্ষুগণ কি আর ভিক্ষুত্ব ধর্ম সঠিক ভাবে পালন করিতেছেন? এই প্রশ্ন আজ নূতন রূপে আমাদের নিকট উত্থাপিত হইতেছে।

শিক্ষার আলোয়ে বাঙালী বৌদ্ধ সমাজ আজ প্রভূত উন্নতি লাভ করিয়াছে এ কথা সত্য। সহজাত জ্ঞানের প্রভাবেই আমরা ধর্মটা কি তাহা সম্যক উপলব্ধি করিতে পারিতেছি। ইহার কোন ব্যত্যয় হইতে দেখিলে তাহা আমাদের বুদ্ধিবৃত্তিতে ধরা দেয়। তাহার কোনো উপযুক্ত ব্যাখ্য না পাইলে আমাদের মন তৃপ্ত হয়না। সম্ভবতঃ ইহাই শিক্ষিত বৌদ্ধ যুবাদের নিকট এক কঠিন ধর্মসংকট হইয়া দেখা দিতেছে। ফলস্বরূপ শিক্ষিত বৌদ্ধ যুব সম্প্রদায় ক্রমশই তথাকথিত ধর্ম চর্চা হইতে দূরে সরিয়া যাইতেছে।

যাহাদের মধ্যে ধর্মের এই বোধোদয় প্রস্ফুটিত হয়নাই, তাহারাই ধর্মের মিথ্যা দৃষ্টিতে আচ্ছন্ন হইয়া বাগাড়ম্বর করিতেছে। কখনো কখনো রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দের তোষামোদী করিতে করিতে স্থান কাল পাত্র ভুলিয়া অপ্রাসঙ্গিক বাক্যালাপে জড়িত হইয়া পরিতেছে। পরপর বিবাদে জড়িত হইয়া পরিতেছে। তাহারা ইহা উপলব্ধি করিতে পারিতেছেনা যে বুদ্ধের ধর্মটা শুধুমাত্র বাঙালী বৌদ্ধদের একচেটিয়া সম্পত্তি নহে। বুদ্ধকে যিনি জানেন তাঁহার কথা বিশ্বাস করেন এবং মানেন তাহারা সকলেই বৌদ্ধ। জাতি ধর্ম নির্বিশেষে বহু মতবাদের মানুষই এই ধর্ম বিশ্বাসে একীভূত হইয়াছে। এই বোধ বা বিশ্বাস আমাদের পুনর্জাগরিত করিতে হইবে।

এই জাগরণের ধারা কলকাতার বাঙালী বৌদ্ধ সমাজে প্রবাহিত করিয়াছিলেন পন্ডিত ধর্মাধার মহাস্থবির, যিনি ভারতীয় সঙ্ঘরাজ ভিক্ষু মহাসভার প্রথম সঙ্ঘরাজ নামে পরিচিত। তাহার ধারা অনুসরণ করিয়া আরো বহু সঙ্ঘমনীষা এই কাজে ব্রতী হইয়াছিলেন। তন্মধ্যে রাষ্ট্রপাল মহাথেরো, অনাগারিক মুনীন্দ্র, ননীবালা বড়ুয়া, শীলানন্দ ব্রহ্মচারী, আনন্দমিত্র ভিক্ষু ও সাম্প্রতিককালে প্রজ্ঞাজ্যোতি ভিক্ষু এবং সত্যপাল ভিক্ষু প্রমুখ আরো অনেকেই রহিয়াছেন। অকস্মাৎ প্রবহমান এই ধারা আমরা দেখিলাম রুদ্ধ হইয়া গেল। ভিক্ষুদের মধ্যে জ্ঞানান্বেষনের চেষ্টা রুদ্ধ হইয়া গেল। আপনার সম্বন্ধে মিথ্যা প্রচার শুরু হইল। ধর্মের অবনমন শুরু হইয়া গেল। সুধী মন্ডলী কি ইহা লক্ষ্য করিয়াছেন? লক্ষ্য করিয়াছেন কি সেই ধারা আজিও অব্যাহত। বিশ্ব দরবারে বাঙালী বৌদ্ধ সমাজ একেবারেই অবহেলিত। চিরস্মরণীয় সেই বাঙালী অতীশ দীপঙ্কর আজ কল্পলোকের বাসিন্দা। বাঙালী বৌদ্ধদের এই শীতঘুম কি আর ভঙ্গ হইবেনা?

ফেডারেশনের উদ্যোগে দিল্লীস্থ 'বুদ্ধ ত্রিরত্ন মিশন'-এ আর্থিক সহায়তা

'বুদ্ধ ত্রিরত্ন মিশন' এর দিল্লীস্থ জমি অধিগ্রহণের জন্য All India Federation of Bengali Buddhists এর পক্ষ থেকে সংগঠনের সদস্যবৃন্দের দানকৃত অর্থকে একত্রিত করে সম্প্রতি এক লক্ষ চার হাজার পাঁচশ টাকা (১,০৪,৫০০) শ্রদ্ধাদান স্বরূপ মিশনে প্রেরণ করা হয়েছে। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, ইতিমধ্যে ফেডারেশনের কার্যকরী কমিটির বহু সদস্য তাঁদের অর্থদান সরাসরি 'বুদ্ধ ত্রিরত্ন মিশন'-এ পৌঁছে দিয়েছে।

১০০ জন মহান বাঙালি চিকিৎসকদের মধ্যে ডা. ধীমান বড়ুয়া'র উজ্জ্বল উপস্থিতি

সম্প্রতি 'লিভার ফাউন্ডেশন' প্রকাশিত করল "একশো তাঁরার আলো" নামাঙ্কিত একটি পুস্তক, যেখানে পৃথিবী খ্যাত একশো জন বাঙালি চিকিৎসকের কথা উল্লেখ আছে। এই একশো চিকিৎসকদের মধ্যে বাঙালি বৌদ্ধ সমাজের ডা. ধীমান বড়ুয়া'র নাম লিপিবদ্ধ করা হয়েছে। ORS এর উদ্ভাবনা এবং ব্যবহারে তাঁর অবদান সমগ্র বিশ্বে এক যুগান্তকারী বৈজ্ঞানিক আবিষ্কাররূপে সমাদৃত। "একশো তাঁরার আলো" বইটি আনুষ্ঠানিক ভাবে প্রকাশ করেন নোবেল জয়ী অধ্যাপক ড. অভিজিৎ বিনায়ক বন্দ্যোপাধ্যায়। All India Federation of Bengali Buddhists এর পক্ষ থেকে এই বিজ্ঞানী চিকিৎসকের প্রতি জানাই বিনম্র শ্রদ্ধাঞ্জলি।

ব্রহ্মবিহার

সঙ্গীতা বড়ুয়া (পটারি রোড)

নির্বাণই বৌদ্ধ দর্শনের চরম লক্ষ্য হলেও তার আগে সাধকের প্রয়োজন ব্রহ্মবিহারের।

লোভ, দ্বেষ, মোহ, সন্দেহ, ঈর্ষা প্রভৃতি ঘৃণ্যতম চিত্তবৃত্তি থেকে পরিত্রাণ পেতে বুদ্ধ চারটি মহৎ গুণাবলী উল্লেখ করেছেন— (ক) মৈত্রী, (খ) করুণা, (গ) মুদিতা, (ঘ) উপেক্ষা। সমন্বিতভাবে এগুলিকে 'ব্রহ্মবিহার' বলে অভিহিত করা হয়। 'ব্রহ্ম' অর্থাৎ নৈতিকতার দিক দিয়ে উৎকৃষ্ট অবস্থায় অবস্থান করাই হল 'ব্রহ্মবিহার'।

(ক) **মৈত্রী**— বিশ্বের সকল প্রাণীর প্রতি প্রীতিপূর্ণ আচরণের মাধ্যমে গড়ে ওঠে 'মৈত্রী'। অর্থাৎ সকল প্রাণী সুখী হোক, শত্রুহীন হোক, অহিংসিত হোক, সকল প্রাণী তার নিজের যথালব্ধ সম্পত্তি থেকে বঞ্চিত না হোক— এই সকল ভাবনা বা চিন্তার অনুসারী হওয়াই হল প্রকৃত 'মৈত্রী' বা 'মৈত্রীভাবাপন্ন হওয়া'। মৈত্রীর অনুসারী হতে হলে লোভ, দ্বেষ, মোহ, ক্রোধ, সর্বোপরি অহংবোধ সম্পূর্ণরূপে বর্জন করতে হবে। নিঃস্বার্থ পরোপকারই হল মৈত্রীর লক্ষণ। মিত্রতা হল 'মৈত্রীর' স্বভাব। 'মৈত্রী' সকলকে স্বার্থহীন, ধৈর্য্যশীল এবং ক্ষমাশীল হবার শিক্ষা দেয়। পৃথিবীর সকল প্রাণীর প্রতি সীমাহীন ভালোবাসাই হল 'মৈত্রী' এবং এটা কোনো আসক্তিময় ভালবাসা বা প্রেম নয়। এ হল সর্বজীবের প্রতি অপরিসীম দ্বিধাহীন ভালোবাসা।

(খ) **করুণা**— মৈত্রীর পরবর্তী স্তর হল 'করুণা'। নিষ্ঠুরতা বর্জন করে পৃথিবীর সমস্ত প্রাণীর প্রতি দয়া, কৃপা ও সহানুভূতি বশত অনুকম্পা প্রদর্শন করাই হল 'করুণা'। করুণার দুইটি দিক—অপরের প্রতি অপার মমতাবোধ অনুভব করা হল 'চেতনাভিত্তিক করুণা' এবং অসহায়কে সহায় দেওয়া, দুর্গতের দুর্দশা মোচনের ব্যবস্থা গ্রহণ করা হল 'কর্মভিত্তিক করুণা'। নিষ্ঠুরতা প্রত্যাখ্যান বা প্রত্যাহার করা হল 'করুণার স্বভাব'। গভীর মমতাবোধ হল করুণার উৎস।

(গ) **মুদিতা**— ব্রহ্মবিহারের তৃতীয় স্তর হল 'মুদিতা'। অপরের সুখ শান্তি সমৃদ্ধিতে আনন্দ অনুভব করা, অপরের সাফল্যে নিঃস্বার্থ প্রশংসা করাই হল 'মুদিতা'। মানুষের যখন কোনো স্বার্থবোধ থাকে না কেবল তখনই মানুষ অপরের সুখ দেখলে সুখী হয়ে থাকে। অর্থাৎ অন্যের সঙ্গে একাত্ববোধ হতে পারলেই ঈর্ষাভাব ধ্বংস হয় এবং মুদিতার জন্ম হয়। মুদিতা শুধু সহানুভূতি নয়, এটাকে প্রশংসাসূচক আনন্দও বলা হয়। পরের সুখ সৌভাগ্যের অনুমোদনই হল মুদিতার লক্ষণ। অপছন্দ ব্যক্তির সাফল্যে আনন্দ প্রকাশ করা কিংবা সেই ব্যক্তিকে অভিনন্দন জ্ঞাপন করা তখনই সম্ভব হয় যখন ব্যক্তির মধ্যে মুদিতার জাগরণ হয় এবং এর জন্য প্রয়োজন প্রবল ব্যক্তিগত ইচ্ছাশক্তি।

(ঘ) **উপেক্ষা**— 'উপেক্ষা' হল ব্রহ্মবিহারের শেষ স্তর। এটি এমন একটি মানবিক গুণ যা কোনো ব্যক্তিকে উচ্চতম স্তরে উন্নীত করে। উপেক্ষা এমন একটি পর্যায় বা স্বভাব যা ব্যক্তির চিত্তকে অপরের হিত কার্যে স্থির রাখে এবং নিন্দা প্রশংসা, লাভ-ক্ষতি, যশ-অযশ, সুখ-দুঃখ ইত্যাদি কোনো বিষয়ে আকর্ষণ ও চঞ্চলতা বশত চিত্তকে বিচলিত করতে পারে না। সাম্যতা হল উপেক্ষার বিশেষ বৈশিষ্ট্য এবং নিরপেক্ষভাব বা নিরপেক্ষতার প্রধান লক্ষণ। উপেক্ষার বিপরীত ভাব হল লোভ ও হিংসা। লোভ ও হিংসা পুরোপুরিভাবে বিনষ্ট হলে মানুষের মনে উপেক্ষা জাগরিত হয়।

মানুষের জীবনে ব্রহ্মবিহারের প্রায়োগিক ব্যবহার আনয়ন করতে হলে শীল সাধনার দ্বারা চিত্তকে মোহমুক্ত করা প্রয়োজন। শুধুমাত্র যান্ত্রিকভাবে শীল উচ্চারণ করলেই এর সাধনা হয় না। শীলের সাধনা হবে 'কায়িক', 'মানসিক' এবং 'বাচনিক'।

ফেডারেশনের উদ্যোগে শিক্ষা-কর্ম সংক্রান্ত কর্মশালার আয়োজন

বুদ্ধ পূর্ণিমার প্রাক্কালে All India Federation of Bengali Buddhists-এর ব্যবস্থাপনায় বিগত ১৫ই মে, ২০২২ মধ্যকলকাতাস্থ "ধর্মাধার শতবার্ষিকী ভবন"-এ আয়োজিত হলো দ্বাদশ শ্রেণীর পরীক্ষার্থী এবং উত্তীর্ণদের জন্য শিক্ষা-কর্ম সংক্রান্ত (Career Counselling) এক কর্মশালা। উচ্চ মাধ্যমিকের পরবর্তীতে ছাত্র-ছাত্রীদের উচ্চশিক্ষা এবং সর্বপরি কর্মজীবনে প্রবেশের পূর্বে নির্দিষ্ট পেশা নির্বাচনের জন্য এই প্রকার কর্মশালা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। সম্পন্ন পরিবারের সদস্যরা অর্থের বিনিময়ে বিভিন্ন বিশেষজ্ঞ সংস্থার কাছে এই সম্পর্কিত পরামর্শ পেলেও, অর্থনৈতিকভাবে দুর্বল অংশের পরিবারের ছাত্র-ছাত্রীদের কাছে এধরনের আলোচনা সভা কার্যকরী হয় এই প্রত্যাশাকে সামনে রেখে ফেডারেশনের সদস্যবৃন্দ বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয় এবং মহাবিদ্যালয়ের শিক্ষক মন্ডলী এবং আধিকারিকদের সহযোগিতায় সম্পূর্ণ বিনামূল্যে এই কর্মশালার আয়োজন করে। Medical Sci., Engineering, Library Sci., Management Studies এবং General Degree Courses-এর পঠন-পাঠনের নানাবিধ সুযোগ তথা স্কলারশিপ এবং শিক্ষা সমাপনে কর্মসংস্থানের সম্ভাবনার উপরে বিশেষজ্ঞ মতামত জ্ঞাপন করেন যথাক্রমে শ্রী দেবাশীষ বিশ্বাস (ইন্সপেক্টর অব কলেজেস, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়), ডা. ধীরেশ চৌধুরী (বিশেষজ্ঞ চিকিৎসক), অধ্যাপক (ড.) অভিজিৎ পাকিরা (বিজনেস ম্যানেজমেন্ট বিভাগ, বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়), ড. সুবল কুমার বারুই (ডেপুটি লাইব্রেরিয়ান, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়), শ্রী অলক কুমার মিত্র (অ্যাসিস্ট্যান্ট রেজিস্টার, আই.আই.ই.এস.টি-শিবপুর) এবং অধ্যাপক (ড.) অহিংসুক বড়ুয়া (বোটানি বিভাগ, সাউথ ক্যালকাটা গার্লস কলেজ)। কর্মশালায় যোগদানকারী ৪০ জন ছাত্র-ছাত্রী এই উদ্যোগের প্রতি স্বতঃপ্রণোদিত ভাবে কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করেন এবং উপস্থিত অভিভাবকমন্ডলী ও শুভানুধ্যায়ীরা এই প্রয়াসের ভূয়সী প্রশংসা করে ভবিষ্যতে আরও বৃহত্তর আকারে এবং প্রত্যন্ত অঞ্চলে এই ধরনের আলোচনার ক্ষেত্র তৈরীর জন্য ফেডারেশনের কাছে অনুরোধ রাখেন। সমগ্র অনুষ্ঠানটি পরিচালনার দায়িত্বে ছিলেন সংস্থার অন্যতম সম্পাদক শ্রী সত্যজিৎ বড়ুয়া, তাঁকে যথাযথ ভাবে সহযোগিতা করেন সহ-সম্পাদক শ্রী নবারুণ বড়ুয়া এবং কার্যকরী সদস্য শ্রী সুজিত কুমার বড়ুয়া (পটারি রোড)। অনুষ্ঠানের শেষ পর্বে উপস্থিত সকলকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন সংস্থার কোষাধ্যক্ষ শ্রী সুপ্রিয় বড়ুয়া। ধন্যবাদ পর্বে বিশেষজ্ঞ বক্তাদের প্রতি অসম কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করে আগামী দিনেও এই প্রকার উদ্যোগে তাঁদের উপস্থিতি এবং ছাত্র-ছাত্রীদের প্রেরণাদানের জন্য অনুরোধ রাখা হয়।

সুশিক্ষিত মানবিক সমাজ গঠনের ক্ষেত্রে All India Federation of Bengali Buddhists-এর নানাবিধ ভূমিকার মধ্যে এই প্রকার মানবিক উদ্যোগ এক উজ্জ্বল নক্ষত্র রূপে চিহ্নিত হবে এই প্রত্যাশা নিয়ে এদিনের অনুষ্ঠানের পরিসমাপ্তি হয়।

ফেডারেশন বার্তা'র কর্মসমিতি

প্রধান উপদেষ্টা—ড. ব্রহ্মাণ্ড প্রতাপ বড়ুয়া, **সম্পাদক**—শ্রী আশিস বড়ুয়া, **সহ-সম্পাদক**—ড. সুমনপাল ভিক্ষু, **সদস্যবৃন্দ**—শ্রী অমূল্য রঞ্জন বড়ুয়া, শ্রীমতি রীতা বড়ুয়া, শ্রী শুভাশীষ বড়ুয়া, শ্রী নবারুন বড়ুয়া।

প্রকাশক—ড. সুজিত কুমার বড়ুয়া

(সাধারণ সম্পাদক, নিখিল ভারত বাঙালি বৌদ্ধ সংগঠন)

ফেডারেশনের বার্ষিক সম্মেলন

—রনজিত কুমার বড়ুয়া (রহড়া)

গত ২০শে মার্চ রবিবার, উক্ত সংগঠনের বার্ষিক সম্মেলন আয়োজিত হয়। স্থান— পন্ডিত ধর্মাধার মহাস্থবির নামাঙ্কিত Auditorium. গোটা পৃথিবী Covid-19-এ আক্রান্ত। করোনার পরবর্তী সময়ে এই প্রথম সারাদিন ব্যাপী বৌদ্ধ এবং বুদ্ধ অনুরাগী নিয়ে সম্মিলিত মহাসম্মেলন। অভূতপূর্ব জ্ঞানগৌরব এই মহাসম্মেলনে আমি উপস্থিত থাকার সুবাদে আগ্রহাতিশয্যে বিবরণী লিখতে প্রবৃত্ত হয়েছি। শান্ত-স্নিগ্ধ-মনোরম-নির্মল পরিবেশে সূচনা পর্বে মঙ্গলাচরণ, পঞ্চশীল এবং আনাপান ভাবনার মাধ্যমে শুরু হয়। পরিচালনায় বিদর্শনাচার্য ভদন্ত বুদ্ধরক্ষিত মহাস্থবির। এই মহাসম্মেলনকে বিভিন্ন বিষয় নিয়ে তিনটি অধিবেশনে ভাগ করা হয়।

প্রত্যেক অধিবেশনের সভাপতি ছিলেন সংগঠনের সভাপতি ড. ব্রহ্মান্ড প্রতাপ বড়ুয়া মহাশয় (Retd Director RRRLF)। প্রথম অধিবেশনের **বিষয় ঃ "পালি ভাষা ও সাহিত্যের অতীত, বর্তমান এবং ভবিষ্যৎ"**। আলোচনায় বক্তা রূপে উপস্থিত ছিলেন অধ্যাপিকা ড. শাশ্বতী মুৎসুদ্দী মহাশয়া (C.U.), অধ্যাপক ড. অরিন্দম ভট্টাচার্য্য মহাশয় ও অধ্যাপক ড. অরুণ কুমার যাদব মহাশয়।

দ্বিতীয় অধিবেশনের বিষয় ঃ **"সামাজিক বিন্যাস ও সংরক্ষণের বাস্তবতা"**। আলোচনায় বক্তা ছিলেন শ্রী পীযূষ গায়েন মহাশয়। তৃতীয় অধিবেশনের বিষয় ঃ **"বুদ্ধ চেতনায় আমরা"**। আলোচনার বক্তা নবীন প্রজন্মের সদস্য-সদস্যা। সৃজনশীল উপস্থাপনায় মহা সমারোহে অনুষ্ঠান উদ্বোধন করেন সংগঠনের সাধারণ সম্পাদক ড. সুজিত কুমার বড়ুয়া মহাশয় (Retd. Deputy Registrar; C.U.)। সমবেত শ্রোতামন্ডলীর নিকট তিনি প্রত্যেকটি অধিবেশনের গুরুত্ব বিষয় অনুসারে বর্ণনা করেন। অনুষ্ঠানের সভাপতি ড. ব্রহ্মান্ড প্রতাপ বড়ুয়া মহাশয় তার শ্রুতি মধুরকণ্ঠে অধিবেশনের প্রাজ্ঞ বক্তাদের বিষয় অনুসারে তাঁদের বক্তব্যকে সামঞ্জস্য রেখে প্রাঞ্জল ভাষায় হৃদয় স্পর্শ অমূল্য ভাষণ প্রদান করেন যা উপস্থিত সকলকেই আলোকিত করে।

আমার কিছু কথা ঃ

নবীন বরণ, প্রবীণ স্মরণ, নবীনের মধ্যে প্রবীনের বাস, নবীন যেদিন আসবেনা প্রবীনের সেদিন মৃত্যু। আবার প্রবীণ নবীনকে রক্ষা করে। রৌদ্রউজ্জ্বল পরন্ত দুপুর বেলায় আপনাদের সান্নিধ্যলাভে আনন্দ বোধ করেছি। সৌভাগ্যবান মহান ভারতের আমার অরুণ প্রাণের নব প্রজন্মের নবীন, নবীনা। শিক্ষাকেন্দ্র থেকে শিক্ষা নিই। ভাষা আমরা সমাজ থেকে শিখি এবং অন্যের ভাষা দিয়ে আমরা আমাদের কথা বলি বলেই সব কথাই তাই Deconstruction. একথা মনে রাখতে হবে যে, সমাজ ও শিক্ষাকেন্দ্র থেকে বিস্ময়কর যে জিনিস গুলি শেখানো হয় তা বহু প্রজন্মের পরিশ্রমের ফসল, উদ্যমশীল প্রচেষ্টা এবং অপরিসীম শ্রমের ফল যার বিনিময়ে পৃথিবীর প্রায় সব দেশে এসব সংরক্ষণ হয়েছে। উত্তরাধিকার সূত্রে ধারা বাহিক ভাবে এসব আপনাদের হাতে তুলে দেওয়া হচ্ছে এই উদ্দেশ্যে যে, যাতে আপনারা সম্মান সহকারে গ্রহণ করে একে এগিয়ে নিয়ে যথা বিহিত একে পরবর্তী প্রজন্মের হাতে তুলে দিতে পারেন।

মরণশীল জীব আমরা এভাবেই সকলের জন্য উক্ত স্থায়ী বিষয়ে (অমরত্ব) স্মৃতির স্মরণ লাভ করি।

এসব যদি আপনারা সর্বদা মনে রাখেন তবে জীবন এবং কর্মের অর্থ খুঁজে পাবেন শুধু তাই নয় অন্যযুগ এবং জাতির প্রতি সঠিক মনোভাব অর্জন করতে পারবেন। We Learn by doing.

নব প্রজন্মের প্রত্যেক বক্তা তৎক্ষণাৎ বক্তৃতা থেকে Deconstruction করে নিজের ভাষায় Speech deliver–Speaking power দিয়ে নিজের বক্তব্য উপস্থাপিত করেছেন। Incredible, অসম, অনবদ্য। নতুন নতুন কালের প্রেরণায় নতুন নতুন রূপ নিজেকে ব্যক্ত করতে থাকে এবং এই উপায়েই কালের সঙ্গে সামঞ্জস্য রক্ষা করে তবেই সে নিজের শক্তিকে অক্ষুণ্ণ রাখতে সমর্থ হয়। সেই পরিবর্তমান আদর্শের অনুবৃত্তির দ্বারা পুরাতন কালের ভিত্তির উপরেই নতুন কালের সৃষ্টি সম্পূর্ণতা লাভ করে।

দীপ্তিমান অনুষ্ঠানটি করুণাময় সম্যক সম্বুদ্ধকে নিয়ে বুদ্ধের বাণী, বুদ্ধের শিক্ষা, বুদ্ধের দর্শন, বুদ্ধের বিজ্ঞান-চেতনার গবেষণার Workshop.

পাঠক সমাজের দৃষ্টি আকর্ষণ করছি—

প্রথম অধিবেশনের বিষয় ছিল "পালি ভাষা ও সাহিত্যের অতীত, বর্তমান এবং ভবিষ্যৎ"।

অতীতে সিদ্ধার্থ গৌতমবুদ্ধের সময় কালে মানুষের ভাষা ছিল পালি। তাই মানুষের ভাষায়, মানুষের ধর্ম, মানুষের জন্য পালি ভাষায় প্রচার করেন। এই পালি ভাষা তখনও ছিল এখনও আছে, ভবিষ্যতেও থাকবে।

GOD(N) = ভগবান, দেবতা, উপাস্য, ঈশ্বর, পরমেশ্বর...।

ভগবান যদি এক হয় তবে ধর্ম কেন আলাদা। উদাহরণ—

—সাতগীর যক্ষ নমে **"নমো"** নাম ধরে,
—অসুরেন্দ্র **"তস্স"** বলি নমস্কার করে।
—চারিলোকপাল নমে **"ভগবতো"** আর,
—নমিল **"অরহতো"** বলি ইন্দ্র গুণাধার।
—**"সম্মাসম্বুদ্ধস্স"** নমে মহাব্রহ্মা পরে,
এই অষ্টজনে পঞ্চভাবে নমস্কার করে।
দেবতা হতে নমস্কার হইলো প্রচার
আমিও শ্রী বুদ্ধপদে করি বন্দনা। যথা—
নমো তস্স ভগবতো অরহতো সম্মাসম্বুদ্ধস্স (৩বার)

বাংলায় এই হয়—ভগবান অরহৎ সম্যক সম্বুদ্ধকে আমি অবনত শিরে বন্দনা করছি।

আধুনিক Grammar Noun-কে দু'ভাগে ভাগ করেছে, The fact goes to say that the Word **"BUDDHA"** is not a name under the grammatical Classification of proper noun but a title like **Maharsi**, Mahatma, Maharaja etc. Falling under the grammatical Classification of Common Noun. "BUDDHA"

কিছু কিছু কথা প্রাণ ছুঁয়ে যায়। তাই বলছি—

"তথাগত" সম্যক সম্বুদ্ধ দেবতা নয়।

পরিশেষে লিখছি— জীবনটা বড়ই অদ্ভুত। কষ্ট না পেলে বুঝিনা কাকে বলে সুখ।

কোলাহলে না গেলে বুঝিনা নীরবতার কি শান্তি। কেউ আমাদের ছেড়ে চলে না গেলে বুঝি না তার উপস্থিতি কি গুরুত্বপূর্ণ ছিলো আমাদের কাছে।

বিগত তিন বছরে গোটা পৃথিবী Covid-19 এর আক্রান্তে আমাদের অসংখ্য/অগণিত প্রিয়জন ইহলোক থেকে চিরবিদায় নিয়ে না ফেরার দেশে চলে গেছেন। তাদের স্বর্গসুখ-নির্বাণ কামনায় আমার এই লেখা উৎসর্গ করছি।

২৫৬৬ তম বুদ্ধজয়ন্তী উদ্‌যাপন

All India Federation of Bengali Buddhists এবং তার সহযোগী সংস্থা সমূহ যথা 'বিদর্শন শিক্ষা কেন্দ্র' এবং 'পন্ডিত ধর্মাধার ওয়েলফেয়ার সোসাইটি' যৌথভাবে ২৫৬৬তম বুদ্ধজয়ন্তী উদ্‌যাপন করে বিগত ১৬ই মে। এই উপলক্ষ্যে মধ্যকলকাতাস্থ বিদর্শন শিক্ষার কেন্দ্রে তথা "ধর্মাধার শতবার্ষিকী ভবন"-এ সকাল ৮.০০—১১.০০ টা পর্যন্ত এক বিশেষ স্বাস্থ্য পরীক্ষা শিবির পরিচালিত হয়। বিনামূল্যে ব্লাড সুগার, ব্লাড প্রেসার, ওজন এবং উচ্চতা সহ অভিজ্ঞ ডাক্তার দ্বারা স্বাস্থ্য ও চক্ষু পরীক্ষার ব্যবস্থা ছিল শিবিরে। এ ব্যতীত স্বল্পমূল্যে কিছু গুরুত্বপূর্ণ স্বাস্থ্য পরিক্ষারও উদ্যোগ নেওয়া হয়। এই শিবির পরিচালনায় ডা. অভী রাহা, ডা. প্রব্রাজিকা আপ্তকামাপ্রানা এবং Serampore Polyclinic-এর কর্ণধার শ্রী বিজয় চক্রবর্তী মহাশয়ের সহযোগিতা বিশেষভাবে উল্লেখ্য। শিবিরে ৭০ জন ব্যক্তির স্বাস্থ্য পরীক্ষা করা হয়।

- সকাল ৯.০০—১০.০০ টা "আনাপান ভাবনা" শিবিরে প্রায় ৩৫ জন ধ্যানার্থী অংশগ্রহণ করেন। শিবিরটি পরিচালনা করেন বিদর্শন শিক্ষা কেন্দ্রের অধ্যক্ষ শ্রীমৎ বুদ্ধরক্ষিত মহাস্থবির মহোদয়।
- সকাল ১০.০০ টায় বিদর্শন শিক্ষা কেন্দ্রের প্রার্থনা কক্ষে "বিশ্ব শান্তি কামনায়" একটি সমবেত প্রার্থনা আয়োজিত হয়।
- দুপুর ১.০০ টায় কলকাতাস্থ ভারতীয় জাদুঘরে (Indian Museum) ধর্মচক্রমুদ্রায় অবস্থানরত বুদ্ধের একটি অবয়ব সর্বসাধারণের দর্শনার্থে উন্মোচিত করেন শ্রীমৎ বুদ্ধরক্ষিত মহাস্থবির। জাদুঘর কর্তৃক আয়োজিত এই অনুষ্ঠানে ইন্ডিয়ান মিউজিয়ামের পক্ষে Education officer—ড. সায়ন ভট্টাচার্য্য মহাশয় এবং ফেডারেশনের পক্ষে শ্রমীৎ বুদ্ধরক্ষিত মহাস্থবির মহোদয় বক্তব্য রাখেন।
- দুপুর ২.০০ টায় সল্টলেকে অবস্থিত 'বোধিপিঠ' হোমে মানসিক প্রতিবন্ধী ১০০ জন কিশোর-কিশোরীদের মধ্যে সংগঠনের পক্ষ থেকে খাদ্য ও শিক্ষা সামগ্রী তুলে দেওয়া হয়।
- সন্ধ্যা ৬.০০ টায় 'ধর্মাধার শতবার্ষিকী ভবন'-এর সভাকক্ষে একটি আলোচনা সভা সংগঠিত হয়। সভায় মুখ্য ধর্মালোচক ছিলেন শ্রীমৎ বুদ্ধরক্ষিত মহাস্থবির, প্রধান অতিথি ড. শিবানী বর্মন এবং সভাপতি ড. ব্রহ্মান্ড প্রতাপ বড়ুয়া মহাশয়। শ্রীমতি স্মৃতিকণা হালদারের উদ্বোধনী সংগীতের মাধ্যমে অনুষ্ঠানের শুভসূচনা হয়। এ ব্যতীত শ্রীমৎ বিনয়রক্ষিত ভিক্ষুও বক্তব্য রাখেন। অনুষ্ঠানটিতে 'বুদ্ধ মহামিলন সংঘ'র সংযুক্ত হওয়া একটি উল্লেখযোগ্য সংযোজন।

কোভিট-১৯ মহামারিকে অতিক্রম করে দীর্ঘ দু'বছর বাদে এবারের বুদ্ধজয়ন্তী অনুষ্ঠান সকলের শারিরিক উপস্থিতির মাধ্যমে সংগঠিত হওয়ায় অংশগ্রহণকারী সুধীবৃন্দের মধ্যে বিশেষ আনন্দের সঞ্চার করে।

বিবাহ যোগাযোগ কেন্দ্র

বাঙালি বৌদ্ধ পাত্র-পাত্রী'র জন্য প্রয়োজনীয় তথ্য
ও ছবি দিয়ে নাম নথিভুক্ত করুন।

যোগাযোগের সময় ঃ প্রতি শনিবার বিকেল ৪টে থেকে সন্ধ্যা ৬টা পর্যন্ত।

ঃ স্থান ঃ

৫০আর/১এ, পণ্ডিত ধর্মাধার সরণী (পটারী রোড),
কলকাতা-৭০০ ০১৫

বিশেষ প্রয়োজনে সংগঠনের সহ সভাপতি ক্যাপ্টেন ক্ষিতীশ রঞ্জন বড়ুয়া'র সঙ্গে যোগাযোগ করুন। ফোন নং ৮৯০২৭০৬০৪৭,
ইমেল করতে পারেন ঃ federation1973@gmail.com

তামিলনাড়ুর মন্দির আসলে বৌদ্ধ স্তূপ, সমীক্ষার পর রায় হাইকোর্টের

চেন্নাই: দশকের পর দশক ধরে সালেমের একটি মন্দিরে পুজো করে আসছেন হিন্দুরা। মন্দিরে থাকা মূর্তিকে লোকজ দেবতা থালাভাত্তি মুনাপ্পন হিসেবে স্থানীয়রা পুজো করছেন। কিন্তু এতদিন পর জানা গেল, সেই মূর্তি আদতে ভগবান বুদ্ধের। আর মন্দিরটি বৌদ্ধ স্তূপ। মাদ্রাজ হাইকোর্টের নির্দেশ পেয়ে সালেমের ওই মন্দিরের সমীক্ষা শুরু করেছিল তামিলনাড়ুর পুরাতত্ত্ব বিভাগ। সেখানেই এই মন্দিরের প্রকৃত 'রূপ' সামনে এসেছে। এবার মন্দিরটিকে বৌদ্ধ স্তূপ হিসেবে প্রচার করতে হবে বলে নির্দেশ দিয়েছে মাদ্রাজ হাইকোর্ট। তামিলনাড়ুর প্রাচীন মন্দিরগুলির রক্ষণাবেক্ষণ করে থাকে দ্য হিন্দু রিলিজিয়াস অ্যান্ড চ্যারিটেবল এনডাওমেন্টস (এইচআর অ্যান্ড সিই)। তাদেরকে এই জায়গার ভিতরে বোর্ড দিয়ে মূর্তি ভগবান বুদ্ধের বলে জানাতে বলা হয়েছে। এই স্থানে সাধারণ মানুষ দর্শনের জন্য যেতে পারবেন। তবে বুদ্ধ মূর্তি ঘিরে কোনওরকম পুজোপাঠ বা হিন্দু ধর্মীয় রীতি পালন করা যাবে না বলে নির্দেশ দিয়েছেন বিচারপতি আনন্দ ভেঙ্কটেশ।

২০১১ সালে সালেম জেলার থালাভাত্তি মুনাপ্পন মন্দিরকে বৌদ্ধ স্তূপ ঘোষণার দাবি জানিয়ে মাদ্রাজ হাইকোর্টে মামলা করেন পি রঙ্গনাথন নামে এক ব্যক্তি। তিনি মন্দিরটিকে সালেমের বৌদ্ধ ট্রাস্টের হাতে তুলে দেওয়ার দাবি করেছিলেন। ২০১৭ সালের ২০ নভেম্বর রাজ্য পুরাতত্ত্ব বিভাগকে মন্দিরটি সমীক্ষার নির্দেশ দেন আদালত। সেই রিপোর্ট জমা পড়েছে আদালতে। রিপোর্টে বলা হয়েছে, মন্দিরের আরাধ্য দেবতা বলে যে মূর্তিকে পুজো করা হয়, সেটি আসলে বুদ্ধমূর্তি। ভুল করে সেই মূর্তিকে দেবতাজ্ঞানে পুজো করা হচ্ছে। এরপরই নির্মাণ ও মূর্তিটিকে যথার্থ কর্তৃপক্ষের হাতে তুলে দেওয়ার জন্য রাজ্য সরকারকে নির্দেশ দেন বিচারপতি আনন্দ ভেঙ্কটেশ।

সরকারি আইনজীবি বলেছিলেন, বহু বছর ধরে এখানে হিন্দু মন্দির হিসেবে পুজো দিচ্ছেন স্থানীয়রা। তাই এইচআর অ্যান্ড সিই-র হাতেই রেখে দেওয়া হোক। সেই আর্জি খারিজ করে দেন বিচারপতি। তিনি বলেন, রিপোর্ট হাতে আসার পরে আর এই নির্দেশ দেওয়া যায় না।

সৌজন্যে : বর্তমান পত্রিকা (০৭.০৮.২০২২)

মিলন উৎসব-২০২২

পশ্চিমবঙ্গ সরকার অধীনস্থ 'পশ্চিমবঙ্গ সংখ্যালঘু উন্নয়ন ও বিত্ত নিগম' (West Bengal Minorities' Development & Finance Corporation) দ্বারা আয়োজিত এই বছরের 'মিলন উৎসব'-এর শুভ সূচনা হয় ১১ই ফেব্রুয়ারি ২০২২। পার্ক সার্কাস ময়দান অঞ্চলে ১১ই থেকে ১৬ই ফেব্রুয়ারি সকাল ১১টা থেকে রাত্রি ৯টা পর্যন্ত এই সম্প্রীতির মিলন মেলা সকলের জন্য উন্মুক্ত ছিল। নিগম দ্বারা আয়োজিত বিশেষত সংখ্যালঘু তথা অন্যান্য সম্প্রদায়ের জন্য এই মেলায় ছিল হস্ত শিল্প, কর্মশালা পরামর্শ, বিজ্ঞান প্রদর্শনী, সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান ও নানান প্রতিযোগিতা।

এই বছরের অনুষ্ঠানে সংখ্যালঘু বাংলা ভাষী বৌদ্ধদের কাছে প্রাপ্তির এক অন্যতম বিষয় হল নিগম কর্তৃক ''Knowledge Series IX' বেণীমাধব বড়ুয়া— বৌদ্ধ সমাজের বিস্মৃত দিক্‌পাল" নামক পুস্তক প্রকাশনা।

এশিয়ার মধ্যে সর্বপ্রথম **'ডি.লিট'** ডিগ্রি প্রাপক এই মহান 'বৌদ্ধরত্ন'-এর নানান আলোকিত দিক তথা জীবনী নিয়ে এই পুস্তক সমৃদ্ধ হয়েছে। এই প্রকাশনার ক্ষেত্রে নিগমের সঙ্গে নানা বিষয়ে সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে দিয়েছেন 'ইউনাইটেড বুদ্ধিস্ট ওয়েলফেয়ার অর্গানাইজেশন'-এর সহ-সম্পাদক মাননীয় ইন্দ্রনীল বড়ুয়া মহাশয়।

সংগঠনের পক্ষ থেকে এই সম্মিলিত প্রয়াসকে আমরা অভিনন্দন জানাই।

পন্ডিত ধর্মাধার মহাস্থবিরের ১২১তম জন্মজয়ন্তী উদ্‌যাপন

বিগত ২৭শে জুলাই ২০২২ 'ভারতীয় সংঘরাজ ভিক্ষু মহাসভা'র প্রথম সংঘরাজ পন্ডিত ধর্মাধার মহাস্থবির মহোদয়ের ১২১তম জন্মজয়ন্তী যথাযথ সম্মানপূর্বক নানাবিধ কার্যক্রমের মাধ্যমে মধ্যকলকাতাস্থ 'ধর্মাধার শতবার্ষিকী ভবন' প্রাঙ্গনে উদযাপিত হল।

এই উপলক্ষ্যে সকালের অনুষ্ঠান সূচিত হয় পঞ্চশীল এবং বুদ্ধ বন্দনার মাধ্যমে। পরবর্তী পর্যায়ে তেরো জন ভিক্ষু ও শ্রমনের উপস্থিতি এবং প্রায় জনা চল্লিশ উপাসক-উপাসিকাবৃন্দের অংশগ্রহনের মাধ্যমে সংঘরাজ পন্ডিত ধর্মাধার মহাস্থবিরের প্রতিকৃতিতে পুষ্পার্ঘ্য দিয়ে শ্রদ্ধা নিবেদন সহ স্মৃতিচারণ এবং সংঘদান সভা সুসম্পন্ন হয়।

সান্ধ্যকালীন অধিবেশনে ত্রয়োদশ 'পন্ডিত ধর্মাধার মহাস্থবির স্মারক বক্তৃতা' প্রদান অনুষ্ঠানে এবারের স্মারক বক্তা ছিলেন বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ তথা কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের দর্শন বিভাগের আন্তর্জাতিক খ্যাতি সম্পন্ন অধ্যাপক তথা কল্যাণী বিশ্ববিদ্যালয় ও সংস্কৃত কলেজ এবং বিশ্ববিদ্যালয়, কলকাতার পূর্বতন উপাচার্য ড. দিলীপ কুমার মোহান্ত মহাশয়। আলোচ্য বক্তৃতার বিষয় ছিল—"বৌদ্ধ পঞ্চশীল"। অধ্যাপক মোহান্ত তাঁর বক্তৃতায় বৌদ্ধ দর্শন এবং ধর্মের প্রাথমিক মৌল বিষয় 'শীলতত্ত্ব ও তার প্রাসঙ্গিকতা" নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করেন। রবীন্দ্রনাথকে স্মরণ করে প্রারম্ভিক পর্বে তিনি উল্লেখ করেন "শীল গ্রহণ করাই মুক্তিপথের পাথেয় গ্রহণ করা। শীলের দ্বারা চরিত্র গড়ে ওঠে; শীল আমাদের চলবার সম্বল"। বৌদ্ধ নীতিতত্ত্বের প্রারম্ভিক বিষয় পঞ্চশীল। শীল মূলত শরীরিক হলেও এই শীল অবলম্বনে কায়দ্বার, বাক্যদ্বার এবং মনদ্বারের সংযম সম্ভব। ব্যক্তিজীবনের অনেক সমস্যাই দূরীভূত হবে যদি আমরা শীলবান হই। অধ্যাপক মহোদয়ের উপলব্ধিতে সমগ্র পৃথিবীতে আজ হিংসা-ঘৃণা-নিষ্ঠুরতা-মূঢ়তার প্রতিদ্বন্দ্বিতা চলছে। ধর্মের নামে জাতির নামে বর্ণের নামে মানবাত্মা হচ্ছে পদে পদে অপমানিত। "আমাদের দেশের রাজন্যবর্গ পঞ্চশীলের যেকোন দু-তিনটি শীলও যদি আচরণে প্রয়োগ করতেন, তবে আমাদের দেশে ভ্রষ্টাচারীর এত আধিক্য থাকত না। এই অবস্থায় দাঁড়িয়ে আমরা আজ গৌতম বুদ্ধের 'পঞ্চশীল'-এর শরণাপন্ন হতে পারলে আমাদের দুঃখ নিশ্চয়ই কমবে—এটাই প্রত্যাশা।"

স্মারক বক্তৃতা অনুষ্ঠানে পৌরহিত্য করেন ড. ব্রহ্মান্ড প্রতাপ বড়ুয়া এবং প্রধান ধর্মালোচক ছিলেন শ্রীমৎ বুদ্ধরক্ষিত মহাস্থবির মহোদয়। আলোচনায় অংশগ্রহণকারী সুধীজনের দ্বারা সমগ্র অনুষ্ঠানটি উচ্চপ্রশংসিত হয়।

"নিখিল ভারত বাঙালি বৌদ্ধ সংগঠন"-এর পক্ষ থেকে সকলের কাছে আমাদের আন্তরিক আবেদন পত্রিকার প্রকাশনা ফান্ডে অনুদান দিয়ে সাহায্য করুন।

A/C Name :
All India Federation of Bengali Buddhists
A/c No. : 1209590472
IFSC Code : CBIN0281055
Bank Name : Central Bank of India
Branch Name : Entally

আন্তর্জালিক অনুষ্ঠান

১। **আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস ঃ** গত ২১শে ফেব্রুয়ারি All India Federation of Bengali Buddhists সংগঠনের উদ্যোগে আন্তর্জালিক (ওয়েবিনার) মাধ্যমে 'আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস' উপলক্ষ্যে ভাষা আন্দোলনের সঙ্গে যুক্ত শহীদদের প্রতি বিনম্র শ্রদ্ধাঞ্জলি প্রদান করা হয়। আলোচনা প্রসঙ্গে সংগঠনের প্রবীন ও নবীন সদস্যরা আমাদের মাতৃভাষা তথা বাংলা ভাষার গুরুত্ব উপস্থিত সকলের কাছে উপস্থাপন করেন। বর্তমান সময়ে বাংলা ভাষার অবস্থান ও ভবিষ্যতে এই ভাষার মাধ্যমে কিভাবে আমরা আমাদের সভ্যতা-সংস্কৃতিকে অক্ষুণ্ণ রাখব তা এই আলোচনার মূল প্রাপ্তি। বর্তমান সময়ে নানান ভাষার মধ্যেও বাংলা ভাষার অপরিহার্যতা ও অতীতের গৌরবকে সকলে স্মরণ করে। পরিশেষে প্রত্যেকটি সম্প্রদায়ের মাতৃ ভাষার প্রতি সম্মান জানিয়ে অনুষ্ঠানের পরিসমাপ্তি হয়।

২। **আন্তর্জাতিক নারী দিবস ঃ** সমাজের প্রত্যেকটি ক্ষেত্রে নারী জাতির অবদান অনস্বীকার্য। সমাজ গঠনে পুরুষের সঙ্গে নারীদের ভূমিকা সমতুল্য। তাই নারী সমাজের ভূমিকা সম্পর্কে সকলকে অবগত করার জন্য গত ৮ই মার্চ All India Federation of Bengali Buddhists (নিখিল ভারত বাঙালি বৌদ্ধ সংগঠন)-এর পরিচালনায় আন্তর্জালিক মাধ্যমে একটি অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। এই অনুষ্ঠানের মুখ্য বক্তা রূপে উপস্থিত ছিলেন নম্রতা চাড্ডা মহাশয়া। ওঁনার নানান সামাজিক বিস্তৃত পরিচয় আছে। কিন্তু ওঁনার যে পরিচয় দিতে আমরা গৌরবান্বিত বোধ করবো তা হল নারী সমাজের নানান ক্ষেত্রে উনি দীর্ঘ ২৫ বছর ধরে সামাজিক সেবা ও পরামর্শ দিয়ে চলেছেন। এইরূপ একজন মানুষকে বক্তা রূপে পেয়ে আমরা মহিমান্বিত হয়েছি। সংগঠনের এই অনুষ্ঠানে বক্তারূপে ওঁনাকে সংযুক্ত করার জন্য সংগঠনের সম্পাদিকা মাননীয়া কাজরী বড়ুয়া মহাশয়াকে আমরা অসংখ্য ধন্যবাদ জ্ঞাপন করছি।

'আন্তর্জাতিক নারী দিবস' নিয়ে আলোচনা প্রসঙ্গে উনি যেমন বর্তমান সমাজ ব্যবস্থায় নারীদের অগ্রগতি বা উন্নয়ণের শুভ দিকটিকে তুলে ধরেছেন ঠিক অনুরূপভাবেই বর্তমান সমাজ ব্যবস্থায় অন্ধকারময় নারীদের প্রতি অবিচার অত্যাচারের দিকটিও উপস্থাপনের মাধ্যমে উপস্থিত সকল দর্শকদের অবগত করেছেন। এই বিষয়ে ওঁনার নানান সামাজিক অভিজ্ঞতা ব্যক্ত করার মাধ্যমে উপস্থিত সকল মহিলাদের স্বনির্ভরতার বার্তা দিয়েছেন। দৈনন্দিন জীবনে যেকোনো অন্যায় অথবা অত্যাচারের বিরুদ্ধে কিভাবে সোচ্চার হতে হবে তাও তিনি ব্যাখ্যা করে জানিয়েছেন। সাংবিধানিক ভাবে মহিলারা এই ক্ষেত্রে আরো কি কি ভাবে সরকার প্রদত্ত নানান সহযোগিতা পেতে পারেন আলোচনা প্রসঙ্গে তাও উপস্থাপিত করেন। পরিশেষে উনি জানান যে, আমাদের ফেডারেশনের মতো আরও নানান সংগঠন কিভাবে ছোটো ছোটো উদ্যোগের মাধ্যমে নারী সমাজ তথা সমাজ ব্যবস্থার উন্নয়নে ভূমিকা নিতে পারে।

সমগ্র এই অনুষ্ঠানটি পরিচালনা ও সংগঠিত করার জন্য সংগঠনের পক্ষ থেকে আমাদের সদস্যা যথাক্রমে সঙ্গীতা বড়ুয়া ও পূবালী বড়ুয়া মহাশয়াদের দায়িত্ব অর্পণ করা হয়েছিল। ওঁনাদের যুগলবন্দীতে অনুষ্ঠানটি সার্বিকভাবে দর্শকদের কাছে মনোমুগ্ধকর হয়ে উঠে, যা আমাদের সকলের কাছে পরম প্রাপ্তি। এই অনুষ্ঠানটিকে কেন্দ্র করে সংগঠনকে অগ্রিম শুভেচ্ছা বার্তা পাঠিয়েছিলেন 'পশ্চিমবঙ্গ মহিলা কমিশন'-এর চেয়ারপার্সন সম্মানীয়া লীনা গঙ্গোপাধ্যায় মহাশয়া।

‘তথাগত ওয়েলফেয়ার সোসাইটি’র উদ্যোগে ২৫৬৬ তম বুদ্ধজয়ন্তী উদ্‌যাপন

বিগত ১২ই জুন, ২০২২ বিধানগর (সল্টলেক), সেক্টর-২, বি.এইচ.পার্ক গ্যালারী প্রাঙ্গনে “তথাগত ওয়েলফেয়ার সোসাইটি”র উদ্যোগে ২৫৬৬তম বুদ্ধজয়ন্তী উদ্‌যাপিত হল। এদিন সন্ধ্যাকালীন অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির আসন অলংকৃত করেন বিধান নগর পৌরনিগমের ডেপুটি মেয়র শ্রীমতী অনিতা মন্ডল, মুখ্য ধর্মালোচক রূপে উপস্থিত ছিলেন শ্রীমৎ প্রজ্ঞারক্ষিত ভিক্ষু এবং মুখ্য বক্তা ছিলেন এশিয়াটিক সোসাইটির রিসার্চ অফিসার ড. বন্দনা মুখার্জী। আলোচনা সভায় সভাপতিত্ব করেন সংস্থার সভাপতি ড. ব্রহ্মাণ্ড প্রতাপ বড়ুয়া এবং অপর বক্তা ছিলেন শ্রীমৎ বিনয়রক্ষিত ভিক্ষু। সল্টলেক নিউটাউনের স্থানীয় বৌদ্ধ জনগণ ব্যতীত এই অনুষ্ঠানে সল্টলেক বি.এইচ, এ-এইচ ব্লকের অনেক অধিবাসীও যোগদান করেন। অহিংসা-মৈত্রী-করুণার এক সমুজ্জ্বল প্রতীক রূপে গৌতম বুদ্ধের জীবনের নানাবিধ গুণাবলীসহ বর্তমান সময়ের নানা প্রাসঙ্গিতার বিষয়ে বক্তাগণ এক সারগর্ভ আলোচনায় অংশ গ্রহণ করেন। অনুষ্ঠানে সংগীত পরিবেশন করেন শ্রীমতী তনুশ্রী বড়ুয়া এবং অন্যান্যরা। প্রায় ৭০ জন মানুষ অনুষ্ঠানটিতে উপস্থিত ছিলেন।

স্মরণে-বরণে উত্তরবঙ্গের ভিক্ষু সঙ্ঘ

বিগত ১৪ই আগস্ট ২০২২ উত্তরবঙ্গের মালবাজারে অবস্থিত “উত্তরবঙ্গ বৌদ্ধ সঙ্ঘাশ্রম”-এ উত্তরবঙ্গে থেরবাদী বুদ্ধচর্চার নবজারণের প্রাণপুরুষ তথা ‘ভারতীয় সঙ্ঘরাজ ভিক্ষু মহাসভা’র প্রয়াত উপসংঘরাজ ভদন্ত অতুলসেন মহাস্থবির মহোদয়ের ৩৮তম প্রয়ান দিবসকে স্মরণ করে সংঘদানসহ এক মনোজ্ঞ আলোচনা সভা আয়োজিত হয়। তৎসহ এই অনুষ্ঠানে উত্তরবঙ্গ ভিক্ষু সংঘের সঙ্ঘ প্রধান তথা সংঘরাজ (ড.) রাষ্ট্রপাল মহাস্থবির মহোদয়ের পরম শিষ্য শ্রীমৎ বিনয়পাল মহাস্থবিরের ৮৩তম জন্মজয়ন্তীও উদ্‌যাপিত হয়। এই উপলক্ষ্যে ২০২২ সালের মাধ্যমিক-উচ্চ মাধ্যমিকে কৃতি বৌদ্ধ ছাত্রছাত্রীদের সম্বর্ধনা জ্ঞাপন করা হয়।

আমাদের আবেদন

(ক) বুদ্ধ পূর্ণিমাকে N. I. Act -এর আওতাভুক্ত জাতীয় ছুটি হিসাবে কেন্দ্রীয় সরকার ঘোষণা করুক।

(খ) পশ্চিমবঙ্গে উৎখনিত বৌদ্ধ প্রত্নতাত্ত্বিক স্থান সমূহের উৎখনন কার্য পরিচালনা এবং রক্ষণাবেক্ষণের দায়িত্ব দেওয়া হউক “Archaeological Survey of India”-কে।

(গ) সরকারকৃত জনগণনায় পশ্চিমবঙ্গে বৌদ্ধ জনগণের সঠিক পরিসংখ্যান প্রতিফলিত হয়নি। আমাদের আবেদন আগামী জনগণনায়, বাঙালী বৌদ্ধদের সঠিক ধর্মীয় পরিচয় ও ‘মঘ’ উপজাতি পরিচয় নথিবদ্ধ করা হউক।

(ঘ) বিহার সরকারের “The Bodh Gaya Temple Act”—1949 অবিলম্বে পরিবর্তন ও পরিবর্ধন করা হউক এবং ‘মহাবোধি মহাবিহার’ বুদ্ধ বিহারের পরিচালনাভার বৌদ্ধদের উপর ন্যস্ত হউক, তথা Management Committee-র Chairman বৌদ্ধদের মধ্যে হতে নির্বাচিত করা হউক।

(ঙ) পশ্চিমবঙ্গে বাংলাভাষী বৌদ্ধদের ‘তপশিলী উপজাতি’ (ST-Magh) শংসাপত্র প্রদানে সরকারি কর্মী দ্বারা অযথা হয়রানি বন্ধ হউক এবং শংসাপত্র প্রদান প্রক্রিয়া ত্বরান্বিত হউক।

(চ) সংখ্যালঘুদের জন্য কল্যাণমূলক সরকারি উদ্যোগে বৌদ্ধদের প্রয়োজনীয় বিষয়গুলি/সমস্যাগুলি গুরুত্বসহকারে গ্রহণ করা হউক।

“আমাদের কন্যা”

১। পাত্রী : গড়িয়া নিবাসী, এম.এ. বি.ই.ডি. সরকারি, প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষিকা, উচ্চতা-৫'৫" , দূরভাষ : 9836548282।

২। পাত্রী : হাওড়া নিবাসী, মাধ্যমিক, উচ্চতা-৫'১", সঙ্গীতে পারদর্শী। দূরভাষ : 8420340686।

৩। পাত্রী : সুকান্ত পল্লী নিবাসী, বি.এ., বয়স-৩৭, উচ্চতা-৫'৩", রং ফর্সা, দূরভাষ : 9433806800।

৪। পাত্রী : বয়স ২৮, উচ্চতা-৫'৫", যোগ্যতা, বি.কম., দুর্গাপুর নিবাসী। দূরভাষ : 9800678720।

৫। পাত্রী : গড়িয়া নিবাসী, MBBS ডাক্তার, বয়স-৩১, উচ্চতা-৫'৩", ফর্সা। দূরভাষ : 9330281073 (সকল ৮-১১টার মধ্যে)।

৬। পাত্রী : চাকদা-নদিয়া নিবাসী রেলওয়েতে ড্রাইভার, বয়স ২৭+ উচ্চতা-৫'৪"। দূরভাষ : 9432437856।

৭। পাত্রী : কলকাতা নিবাসী, বয়স-২৭, উচ্চতা-৫'২", NIFT Graduate, বেসরকারী সংস্থায় কর্মরত, দূরভাষ : 9830261490।

৮। পাত্রী : MA, B.Ed, শিলিগুড়ি, বয়স- ৩০, দূরভাষ : 947558546।

৯। পাত্রী : B.Sc, উচ্চতা-৫'৪", বয়স-২৯, ইছাপুর, দূরভাষ : 9433242569।

১০। পাত্রী : কলকাতা নিবাসী M.Sc., বয়স-২৪, উচ্চতা-৫'৪", দূরভাষ : 9231385090।

১১। পাত্রী : জামসেদপুর নিবাসী, M.Com., বয়স-৩১, উচ্চতা-৫'২", বেসরকারি স্কুলের শিক্ষিকা, দূরভাষ : 9609841547।

১২। পাত্রী : সোদপুর নিবাসী, B.A., বয়স-২৮, উচ্চতা-৫'২", উজ্জ্বল বর্ণ, দূরভাষ : 9477673563।

১৩। পাত্রী : শ্যামনগর নিবাসী, MBBS, MD. (পাঠরতা), বয়স-২৭, উচ্চতা-৫'৩", দূরভাষ : 9830627692।

১৪। পাত্রী : ইছাপুর নিবাসী, B.Sc.(H), Asst. Manager SBI, বয়স-৩১, উচ্চতা-৫'১", দূরভাষ : 8902051061।

১৫। পাত্রী : মধ্যমগ্রাম নিবাসী, B.Sc.(H) Geography, বয়স-২৫, উচ্চতা-৫'৩", দূরভাষ : 6289520513।

১৬। পাত্রী : সাঁতরাগাছি নিবাসী, M.Sc., বয়স-২৯, উচ্চতা-৫'৩", FCI-তে কর্মরতা, দূরভাষ : 8017674478।

“আমাদের পুত্র”

১। পাত্র : বেলঘরিয়া নিবাসী, B.Tech. সরকারি ব্যাঙ্কের অফিসার, বয়স-৩৩, উচ্চতা-৫'৫", দূরভাষ : 9674600827।

২। পাত্র : নিবাস ময়নাগড় (New Park), কলিকাতা-১৪১, বয়স-৩০, উচ্চতা-৫'৬", M.Com., সরকারি চাকুরী। দূরভাষ : 7890991230।

৩। পাত্র : গড়িয়া নিবাসী, MBA পাশ, কলকাতায় বেরসকারি সংস্থার Asst. Manager বয়স-৩৫, উচ্চতা-৫'৩", দূরভাষ : 8334870803।

৪। পাত্র : বয়স-৩৪, উচ্চতা-৫'৭", শিক্ষা- B.Tech (JNTU, Hyderabad), বর্তমানে আমেরিকায় MBA পাঠরত। দূরভাষ : 9000666084 / 9163934609।

৫। পাত্র : কলকাতা নিবাসী, B.E (Civil), বয়স-৩০, উচ্চতা-৫'৪", কলকাতা পোর্ট ট্রাস্টে কর্মরত, দূরভাষ : 9874639662।

৬। পাত্র : রাউরকেল্লা নিবাসী, B.Tech, বয়স-৩৪, উচ্চতা-৫'৯", পাঞ্জাব ন্যাশনাল ব্যাঙ্কে কর্মরত, দূরভাষ : 7847079849।

৭। পাত্র : শিলিগুড়ি নিবাসী, B.Com (H), সরকারি চাকুরী, বয়স-৩০, উচ্চতা-৫'৯", দূরভাষ : 9832093979।

৮। পাত্র : ইছাপুর নিবাসী, B.E. (শিবপুর), Asst. Manager NTPC, বয়স-২৯, উচ্চতা-৬', দূরভাষ : 8902051061।

৯। পাত্র : বেহালা নিবাসী, বয়স-৩০, উচ্চতা-৫'১০" , উচ্চমাধ্যমিক উত্তীর্ণ, S.E.Railway-তে কর্মরত, দূরভাষ : 9051629857, 9433572917।

১০। পাত্র : দমদম ক্যান্টনমেন্ট নিবাসী, MBA, বেসরকারী সংস্থার ম্যানেজার, বয়স-৪০, উচ্চতা-৫'৪" , দূরভাষ : 8910630912।

১১। পাত্র : চেন্নাই নিবাসী, MA, স্কুলে নৃত্য শিক্ষক, বয়স-৪২, উচ্চতা-৫'৮", বাড়ি-কালনা (পূর্ব বর্ধমান), দূরভাষ- 94749 18883।

১২। পাত্র : জামসেদপুর নিবাসী, MBA, বেসরকারী সংস্থার ম্যানেজার, বয়স-৩০, উচ্চতা-৫'৮" , দূরভাষ : 7783079238।

১৩। পাত্র : চট্টগ্রাম, বাংলাদেশ তথা কানাডার স্থায়ী নাগরিক, Economics Masters & MBA, Financial Co. চাকুরীরত, সুশ্রী লম্বা ও উচ্চশিক্ষিত পাত্রী কাম্য, বয়স-৩০, দূরভাষ : 8420236669, E-mail : bbarua25@gmail.com।

বাবাসাহেব ড. ভীমরাও রামজী আম্বেদকরের ১৩১তম জন্মজয়ন্তী

All India Federation of Bengali Buddhists-এর উদ্যোগে অন্যান্য বছরের ন্যায় এবছরও ১৪ই এপ্রিল পালিত হল বাবাসাহেব ড. ভীমরাও রামজী আম্বেদকরের ১৩১তম জন্মজয়ন্তী। উক্তদিনে সকাল বেলায় কলকাতা ময়দানাস্থ বাবাসাহেবের মূর্তিতে পুষ্পার্ঘ্য দিয়ে শ্রদ্ধা নিবেদন করেন ফেডারেশনের সম্পাদক শ্রী সত্যজিৎ বড়ুয়া এবং সহ-সম্পাদক শ্রী নবারুণ বড়ুয়া। এই উপলক্ষ্যে সন্ধ্যায় আয়োজিত হয় একটি আলোচনা সভা। শ্রীমতি সংগীতা বড়ুয়া সভার মুখ্য বক্তা রূপে উপস্থিত ছিলেন। তাঁর আলোচ্য বিষয় ছিল—"বাবাসাহেব আম্বেদকর-এর ভাবনায় নারী সমাজ"। অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন ফেডারেশনের সভাপতি ড. ব্রহ্মাণ্ড প্রতাপ বড়ুয়া মহাশয় এবং অন্যান্য বক্তাগণ হলেন শ্রীমৎ বুদ্ধরক্ষিত মহাস্থবির, শ্রী সত্যজিৎ বড়ুয়া, শ্রীমতি কাজরী বড়ুয়া, শ্রীমতি সুজাতা সরকার, শ্রী রোহান বিশ্বাস, শ্রী দিলীপ কুমার সিংহ প্রমুখ। অন্তিম পর্বে সকলকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন সংগঠনের সাধারণ সম্পাদক। নারী সমাজের মূল্যায়ন এবং তাঁদের সামাজিক স্বীকৃতির জন্য বাবাসাহেবের অবদান মুখ্য বক্তার বক্তৃতায় বিশেষজ্ঞভাবে উল্লেখিত হয়।

ক্যারাটে প্রতিযোগিতায় উত্তরবঙ্গের বৌদ্ধ ছাত্রীর অসামান্য সাফল্য

উত্তরবঙ্গের বানারহাট—কলাবাড়ি চা বাগানের অধিবাসী কুমারী আরুষী বড়ুয়া বিগত ৩০-৩১ জুলাই ২০২২, কলকাতার নেতাজী ইন্ডোর স্টেডিয়ামে অনুষ্ঠিত ষষ্ঠ আন্তর্জাতিক ক্যারাটে প্রতিযোগিতায় দুটি স্বর্ণপদক লাভ করেছে। সংগঠনের পক্ষ থেকে আরুষী'র এই অভিনব সাফল্যের জন্য আন্তরিক অভিনন্দন।

আমরা অত্যন্ত আনন্দের সঙ্গে জানাচ্ছি যে All India Federation of Bengali Buddhists-এর একটি নিজস্ব Website ২০১৬ থেকে উপস্থাপিত হয়েছে। আমাদের Website-এর বিবরণ হল **www.aifbb.org**। এখন থেকে Website-এর মাধ্যমে সংগঠনের ত্রৈমাসিক মুখপত্র 'ফেডারেশন বার্তা' এবং পাত্র-পাত্রী সম্পর্কিত সংবাদ, আগ্রহী ব্যক্তিরা সহজেই পাবেন। আমাদের প্রত্যাশা আপনাদের সকলের সহযোগিতায় উক্ত Website-এর মাধ্যমে আমরা দেশ-বিদেশের বৃহত্তর জনসমাজের সঙ্গে মৈত্রীপূর্ণ সম্পর্ক স্থাপনে সক্ষম হব।

এছাড়া আমাদের সংগঠনের সঙ্গে যোগাযোগ ও সংযুক্ত হওয়ার কয়েকটি মাধ্যম হল—

Call / WhatsApp number : 9433493447
Email Id : federation1973@gmail.com
Facebook Page : All India Federation of Bengali Buddhists
YouTube Channel : All India Federation of Bengali Buddhists

নিবেদন— **সদস্য/সদস্যাবৃন্দ**

নিখিল ভারত বাঙালি বৌদ্ধ সংগঠন

সবিনয় নিবেদন

এতদ্বারা সংশ্লিষ্ট সকলকে অবগত করা হচ্ছে যে, পন্ডিত ধর্মাধার সরণীস্থ (পটারি রোড, কলকাতা-১৫) "ধর্মাধার শতবার্ষিকী ভবন"-এর নির্মাণ কার্য সম্প্রতি সম্পূর্ণ হয়েছে। এই ভবনটির একাংশ ত্রিতল এবং অপরাংশ চতুর্থতল বিশিষ্ট। দূরগত যাত্রীবৃন্দ যাঁরা চিকিৎসা, তীর্থযাত্রা, পরীক্ষার্থী অথবা ভ্রমণযাত্রী তাঁদের স্বল্পকালীন অবস্থানের জন্য এই ভবনে বর্তমানে নয়টি ঘর ব্যবহারযোগ্য রয়েছে। প্রয়োজন অনুসারে আগ্রহ ব্যক্তিবর্গ এই ভবনে অবস্থানের জন্যে নিম্ন ঠিকানায় যোগাযোগ করতে পারেন।

কর্তৃপক্ষ;
পন্ডিত ধর্মাধার ওয়েলফেয়ার সোসাইটি
৫০আর/১এ, পন্ডিত ধর্মাধার সরণী (পটারি রোড)
কলকাতা-৭০০ ০১৫
মোবাইল ঃ ৮৯১৮৬৭২২৪৭ / ৯৪৩৩৪৯৩৪৪৭
ই-মেল ঃ panditdharmadharwelfaresociety@gmail.com

প্রয়াত মাতৃ দেবী বীণা বড়ুয়া'র স্মৃতিতে
'ফেডারেশন বার্তা'র
এই সংখ্যাটির ব্যয়ভার বহন করেছেন—

শ্রী কানন বড়ুয়া (জ্যেষ্ঠ পুত্র)
ও
শ্রীমতী মৌসুমী বড়ুয়া (পুত্রবধূ)
টরেন্টো, কানাডা

শুভেচ্ছা দান ঃ ৫ টাকা

পত্রিকা সম্পাদক ঃ শ্রী আশিস বড়ুয়া এবং "নিখিল ভারত বাঙালি বৌদ্ধ সংগঠন"-এর পক্ষে সাধারণ সম্পাদক, ড. সুজিত কুমার বড়ুয়া কর্তৃক ৫০আর/১এ, পণ্ডিত ধর্মাধার সরণী (পটারি রোড), কলকাতা-৭০০ ০১৫ হইতে প্রকাশিত ও ভেনাস প্রিন্টার্স, কলকাতা ৭০০ ০০৯ হইতে মুদ্রিত।